যুগান্তর

তারিখ 20 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ধামরাইয়ে ভুল প্রশ্নে এসএসসি পরীক্ষা

কেন্দ্র সচিবের ভুলে ৭১ জন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

ধামরাই প্রতিনিধি

ধামরাইয়ে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের, সিলেবাসের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রে চলতি শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার আবদুস সোবহান মডেল হাইস্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের পরীক্ষায় এ ঘটনা ঘটে। এতে কেন্দ্র সচিবের ভুলের জন্য ৭১ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পুনরায় এ বিষয়ের পরীক্ষা নেয়া না হলে ওই শিক্ষার্থীরা অকৃতকার্য বলে বিবেচিত হবে। এদিকে কেন্দ্র সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় অভিভাবকসহ স্থানীয় সচেতন মহল ফুঁসে উঠেছে। শিগগিরই বিষয়টির সুরাহা না হলে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে তারা। তবে এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। পরীক্ষার্থী, হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ব্যবসায় উদ্যোগ বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় ধামরাই হার্ডিঞ্জ স্কুলের ৬৮ জন ও ধামরাই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনজন পরীক্ষার্থীকে হল কর্তৃপক্ষ ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাসের প্রশ্নপত্র না দিয়ে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাসের প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষা নেয়। এতে কিছু পরীক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর করতে পেরেছে আবার অনেকে আংশিক লিখতে পেরেছে। আবার অনেকে একদমই উত্তর করতে পারেনি। এ সময় হল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি বারবার জানানো হলেও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো কর্ণপাত করেনি। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অভিভাবকসহ কাউকে না বলার জন্য পরীক্ষার্থীদের চাপ দেয় এবং ভুল প্রশ্নপত্র তাদের কাছ থেকে রেখে দেয়। ওই কেন্দ্রের সহকারী কেন্দ্র সচিব সেলিনা আক্তার বলেন, 'হার্ডিঞ্জ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব হজরত আলী স্যার যে প্রশ্ন দিয়েছেন সেই প্রশ্নপত্রানুসারে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে।' তবে হার্ডিঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রের সচিব মো. হজরত আলীর মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ভুলক্রমে ভুল প্রশ্নপত্র সরবরাহ করেছেন শিক্ষক হাফিজ উদ্দিন। কেন্দ্র সচিবের দাবি, ভুল প্রশ্নপত্র দিয়ে থাকলেও তা বিতরণের সময় হল পরিদর্শকের বিষয়টি দেখা উচিত ছিল। এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন, ১১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম বলেন, যারা দায়িত্বে ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।